দৈনিক বাংলা

৭

তারিখ 12 JUL 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

এসএসসি ঃ গতবারের চেয়ে এবার পাসের হার ২৯.৭৪ ভাগ কম

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ গত বছরের তুলনায় এবার এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার ২৯ দশমিক ৭৪ ভাগ কম। এ বছর গতবারের চেয়ে ৩ লাখ ৬ হাজার ১০৩ জন কম পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। সকল দিক বিবেচনায় এবারের এসএসসির ফলাফল যথেষ্ট খারাপ হয়েছে।

এ বছরই প্রথম ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা হয়। এর আগে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরীক্ষার্থীরা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দিয়েছে। এবার ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বোর্ডের প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী গড় পাসের হার ৪৩ দশমিক ২৫। গত বছর গড় পাসের হার ছিল ৭২ দশমিক ৯৯। অপরদিকে এ বছর ৪ লাখ ৬০ হাজার ৬৬৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। গত বছর অংশ নিয়েছিল ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৭৭০ জন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাসের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হেরফের হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানা যায় এ বছর পরীক্ষায় প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি তুলে দেয়া। ১৯৯০ সালে তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি চালু করে। ১৯৯১ সালে তদানীন্তন বিএনপি সরকার পরীক্ষায় প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি তুলে দেয়ার ঘোষণা দিলেও পরীক্ষার্থীদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে এই পদ্ধতি চালু রাখা হয়। এই প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ে ৫শ অবজেকটিভ প্রশ্ন থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হত। ফলে একদিকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন হত না। অপরদিকে যেনতেনভাবে লেখাপড়া করেই প্রশ্নব্যাংকের সুবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভাল ফল করে পাস করে যেত। বিগত সরকারের আমলেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের যৌথ সিদ্ধান্তের ফলে এ বছর থেকে এসএসসি পরীক্ষায় এই প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি

(৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি ঃ গতবারের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তুলে নেয়া হয়। ফলে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন হ্রাস পায়, তেমনি পাসের হারও ছিল অনেক কম।

এ বছর পাসের হার সবচেয়ে বেশী হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ডে, ৪৭ দশমিক ০২। এর পরেই ৪৪ দশমিক ২০ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে নবগঠিত চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে। সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৩৮ দশমিক ৮৬ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে রাজশাহী বোর্ড থেকে। গত বছর সর্বোচ্চ ৭৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছিল কুমিল্লা বোর্ড থেকে। ৫টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এ বছর পরীক্ষা দেয়ার জন্য ৪ লাখ ৭৯ হাজার ১২০ জন ছাত্রছাত্রী রেজিস্ট্রেশন করলেও পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৪ লাখ ৬০ হাজার ৬৬৭ জন অর্থাৎ ১৮ হাজার ৪৫৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। গত বছর ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৭৭০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিলেও ফেল করেছিল এক লাখ ৬৫ হাজার জন। এবার ৪ লাখ ৬০ হাজার ৬৬৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ফেল করেছে ২ লাখ ৬২ হাজার ৮৫৬ জন।

শুধু তাই নয়, প্রশ্নব্যাংকের সুবাদে গত বছর প্রথম বিভাগ পেয়েছিল ৩ লাখ ২৩ হাজার ৭৪৮ জন। এ বছর প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৯৯ হাজার ৫৮৬ জন। গত বছর দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছিল ২ লাখ ৭৮ হাজার ২১৪ জন। আর এবার পেয়েছে ৯৫ হাজার ৬০২ জন। এ বছর ২ হাজার ৬২৩ জন ছাত্রছাত্রী তৃতীয় বিভাগে পাস করলেও গত বছর তৃতীয় বিভাগ পেয়েছিল ৩৫ হাজার ৮৩৬ জন। সব মিলিয়ে গত বছরের চেয়ে এবার ৪ লাখ ৩ হাজার ৯৫৯ জন ছাত্রছাত্রী কম পাস করেছে।

তবে এ বছর গত বছরের তুলনায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বর অনেক বেশী। গত বছর ঢাকা বোর্ডের সর্বোচ্চ ৮৯৮ নম্বর নিয়ে যৌথভাবে মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছিল আইডিয়াল হাইস্কুল ও মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুলের ২ জন ছাত্র। এ বছর ৯৪২ নম্বর পেয়ে ঢাকার গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের ছাত্র শিবাজী সরকার রানা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এটাই ৫ বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর। ক্যাডেট কলেজগুলোর মধ্যে একমাত্র ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ছাড়া অন্য ক্যাডেট কলেজগুলো তেমন ভাল ফল করতে পারেনি। গত বছর মেয়েদের ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভাল হলেও এ বছর ছেলেরাই রেজাল্ট ভাল করেছে।